আলোচনা সভা, সিলেট

স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন অভীষ্ট-২০৩০ অর্জনে দলিত ও চাজনগোষ্ঠীর অর্ন্তভূক্তিকরণ

চরম দারিদ্র হ্রাস, পৃথিবীর সুরক্ষা ও সকলের জন্য সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে নতুন টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক এজেন্ডার অংশ হিসেবে ২০১৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের ৭০তম সাধারণ সম্মেলনে সদস্য রাষ্ট্রগুলো সর্বসম্মতভাবে একগুচ্ছ অভীষ্ট গ্রহণ করে। স্বাক্ষরকারী সকল রাষ্ট্রের জন্য ২০১৬ থেকে ২০৩০ সাল পর্যন্ত এই এজেন্ডাটি গৃহীত উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার এক প্রতিশ্রুতিপত্র। সহস্রাব্দ উন্নয়ন অভীষ্ট (এমডিজি) এর সাফল্যের ওপর ভিত্তি করে গৃহীত এই এজেন্ডা ২০৩০-এ ১৭টি অভীষ্ট এবং ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রাঅন্তর্ভূক্ত রয়েছে যা সম্মিলিতভাবে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বা এসডিজি (সাস্টেইনবল ডেভেলপমেন্ট গোল) হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের মূল অঙ্গীকার হলো - "কাউকে পিছিয়ে রাখা যাবে না"। ২০১৫ পূর্ববর্তী বৈশ্বিক উন্নয়ন এজেন্ডা অর্থাৎ সহস্রাব্দের উন্নয়ন অভীষ্ট (এমডিজি) এর তুলনায় এসডিজি'র বিস্তৃতি অনেক ব্যাপক ও গভীর। নতুন এ অভীষ্টগুলোর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো এগুলো সর্বজনীন, পরস্পর সংশ্লিষ্ট, রূপান্তরমুখী এবং অন্তর্ভূক্তিমূলক। এজেন্ডা - ২০৩০ এর মূল লক্ষ্য হলো রূপান্তরমুখী, ন্যায় ও অধিকারভিত্তিক এবং অন্তর্ভূক্তিমূলক এমন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে সার্বিক উন্নয়নের ভাগীদার হবে সর্বস্তরের জনগণ এবং যেখানে কেউ পিছিয়ে থাকবে না।

প্রধান অতিথির বক্তব্য: প্রধান অতিথি বদর উদ্দীন আহম্মেদ কামরান বলেন এদশে রক্তক্ষয়ী মুক্তি যুদ্ধেও মাধ্যমে স্বাধীন হয়েছিল এবং মুক্তি যুদ্ধেও চেতনা ছিল অসাম্প্রদায়িক একটি স্বাধীন দেশ কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট বঙ্গবন্ধুকে স্বপরিবারে হত্যার পর এদেশে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বোপন করা হয়েছে ফলে আমরা মুক্তি যুদ্ধের চেতনা থেকে অনেকখানি সরে এসেছি। তিনি বলেন বাংলাদেশে বর্ণ প্রথার অনেকটা কমে এসেছে তবে একবারে নেই সে কথা বলা যাবে না এটা নিমূল করতে হলে মানুষের চিন্তার পরিবর্তন আনতে হবে। তিনি জানেন চা শ্রমিকরা কত দূর্বিসহ জীবন যাপন করেন। তিনি দলিত ও চা জনগোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে বলেন তারা যেন নিজেদের ছোট না ভাবেন । নিজেদের উন্নতির জন্য চেষ্টা করার আহবান জানান। সকল প্রকার বৈষম্য অবসানের লক্ষে কাজ করতে হবে তার জন্য আন্দোলন সংগ্রাম করে নিজেদের অধিকার আদায় করতে হবে। তিনি চা জনগোষ্ঠীর পাশে ছিলেন এবং আগামীতেও তাদের সাথে থাকবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন।

বিশেষ অতিথি গণের বক্তব্যঃ

আশফাক আহম্মেদ - উপজেলা চেয়ারম্যান, সিলেট সদর : তিনি বলেন মুক্তি যুদ্ধের লক্ষ্য ছিল আমরা সকলে স্বাধীনভাবে বসবাস করবে, সকলে সমান অধিকার ভোগ করবে এখানে কোন ভেদাভেদ থাকবে না কিন্তু দু:খজনক হলেও সত্য এদেশে মানুষে মানুষে আজও ভেদাভেদ রয়েছে। কিছু স্বার্থন্বেষি মানুষ সমাজে এই ভেদভেদ জিইয়ে রেখেছে এবং এটার মাধমে তারা কিছু সুবিধা ভোগ করে আসছে। বৃটিশ আমলে চা শ্রমিকদের ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে বাংলাদেশে নিয়ে আসা হয় জঙ্গল পরিস্কার কাজ করার জন্য কিন্তু তারা আর নিজ রাজ্যে ফিরে যেতে পারেনি। এই চা শ্রমিকরা বাংলাদেশকে তাদের নিজের দেশ হিসেবে অনেক আগেই মেনে নিয়েছে কিন্তু তাদেরকে এদেশের মানুষ মেনে নিতে পারে নাই যে কারনেই এই বৈষম্য বিরাজমান রয়েছে। তবে তিনি মনে করেন দেশের অন্য জেলায় দলিত জনগোষ্ঠী যে ধরনের বৈষম্যের শিকার হচ্ছে চা জনগোষ্ঠী তাদের চেয়ে ভালো আছে। তিনি উল্লেখ করেন তার উপজেলায় ২২ টি চা বাগান রয়েছে তাদের সাথে তিনি নিয়মিত যোগাযোগ করে থাকেন, তাদের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন,পৃষ্টপোষকতা করছেন কিন্তু চা শ্রমিকদের নিজেস্ব পঞ্চায়েত ব্যবস্থা রয়েছে তাদেরকেই তারা বেশী ডাকে কোন সমস্যা সমাধানের জন্য। তার এলাকায় চা বাগানে পর্যাপ্ত সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে উল্লেখ করে বলেন সে সমস্ত বিদ্যালয়ে চা বাগানের শিশুরা পড়াশোনা করছে, তারা ভালো ফলাফল করছে উচ্চ শিক্ষিত হচ্ছে। তিনি আশা করেন চা শ্রমিকদের সন্তানরা একদিন ভালো ভালো জায়গায় চাকরি করবে। তিনি আশ্বাস দেন চা জনগোষ্ঠীর জন্য যদি কোন কিছু করণীয় থাকে তা তিনি করবেন।

জাকির হোসেন- প্রধান নির্বাহী নাগরিক উদ্যোগ : তিনি বাবা সাহেব অম্বেদকরের কথা উল্লেখ করে বলেন আমরা তার আর্দশের পথ ধরে চলছি। তিনি এদেশে প্রথম দলিত আন্দোলন শুরু করেন। জনাব জাকির হোসেন বলেন বর্ণ বৈষম্য শুধুমাত্র বাংলাদেশ বা দক্ষিণ এশিয়ার সমস্যা নয় এটা পৃথিবীর অনেক দেশেই বিরাজমান আছে। তিনি উল্লেখ করেন ভারত, শ্রীলংঙ্কা, নেপালে দলিত জনগোষ্ঠী রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতায়িত হয়েছে কিন্তু বাংলাদেশে দলিতরা রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতায়িত হয়নি। বাংলাদেশের সংবিধানে সকল মানুষ সমান উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু বাস্তবে সমাজে চরমভাবে বৈষম্য বিরাজমান রয়েছে। দলিতদেরকে ছোট জাত হিসেবে গালি দেয়া হয় এই সমস্যা আইন করে বন্ধ করতে হবে নইলে তা বন্ধ হবে না বলে তিনি মনে করেন। ঢাকাসহ বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ১% দলিত ভর্তি কোটা চালু করেছে ফলে দলিত শিক্ষার্থীরা সহজে সেই কোটায় ভর্তি হতে পারছে। এখন সরকারী চাকরি দলিতদের জন্য কোটা জরুরী। তিনি বলেন দলিত চাকরি প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি দিতে হবে। তিনি মনে করেন উপজেলা এবং জেলা পর্যায়ে দলিত ও চা জনগোষ্ঠীর সমস্যা চিহ্নিত করতে হবে এবং সে বিষয়ে সমাধনের জন্য তাদের দাবি তুলতে হবে এ বিষয়ে জেলায় জেলায় যে বিডিইআরএম কমিটি আছে তারা তথ্য জানবেন এবং সে তথ্য সংশ্লিষ্টদেরকে জানানোর আহবান জানান। তিনি জোর দাবি জানান জাত-পাত ও পেশার কারণে কোন মানুষকে বৈষম্য করা যাবে না। তিনি দলিতদের জন্য সরকারের আবাসন ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করে বলেন ঢাকাসহ অনেক শহরে দলিতদের আবাসন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বড় বড় বিল্ডিং হচ্ছে কিন্তু শর্ত হলো যারা চাকরি করেন শুধু তাদেরকেই আবাসন সুবিধা পাবেন এর ফলে অনেকেই আছেন বর্তমানে চাকরি না করার কারণে আবাসন সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন কিন্তু তারা কোথায় যাবেন? তাদের তো কেউ বাসা ভাড়া দিবে না বা জমি কিনে বাড়ি করার মতো সামর্থ নেই। বিডিইআরএম ২০০৮ সালে ফরমালি শুরু হয়েছে কিন্তু তার আগে থেকেই তারা কাজ করত। বিডিইআরএম হলো দলিত জনগোষ্ঠীর জন্য একটি প্লাটফর্ম এখানে বাংলাদেশে বসবাসরত প্রায় ৮০টি সম্প্রদায়ের মানুষ সদস্য হতে পারে এবং নিজেদের সংগঠন মনে করতে পারে। তিনি চা বাগানে নাগরিক উদ্যোগ কি কি ধরনের সহায়তা করছে তার সংক্ষেপে উল্লেখ করেন। তিনি আশা করেন সংগ্রাম করেই দলিত জনগোষ্ঠী তাদের অধিকার আদায় করবে।

নিবাস রঞ্জন দাস- উপপরিচালক, জেলা সমাজ সেবা অধিদপ্তর, সিলেট : চা শ্রমিকদের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচীর কথা উল্েখ করে তিনি বলেন সমাজ সেবা অধিদপ্তর থেকে যে সকল সুযোগ সুবিধা আসে সেগুলো যথাযথভাবে তাদেরকে দেয়া হয়। ২০১৯ সালে আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল ব্যক্তিদের জনপ্রতি ৫০০০/- টাকা এবং দরিদ্র চা শ্রমিক সন্তানদের জন্য ২০০০/- টাকা করে শিক্ষা উপবৃত্তি দেয়া হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি আরো জানান চা বাগানের শ্রমিকদের আবাসন সমস্যা সমাধানের জন্য তাদের ঘর তৈরী করে দেয়ার পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে। তিনি জানান প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে তার দপ্তর কি কি কর্মসুচী বাস্তবায়ন করছে তা উল্লেখ করেন। সর্বশেষ তিনি জানান দলিত এবং চা জনগোষ্ঠীর জন্য তার অফিসের দরজা সবসময় খোলা থাকবে এবং তিনি যথা সম্ভব অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তাদের সহযোগিতার আওতায় আনবেন।

শাহিনা আক্তার : উপপরিচালক, জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর: তিনি বলেন কোন মানুষকে তিনি আলাদা করে ভাবেন না। তিনি দলিত ও চা জনগোষ্ঠীর মানুষকেও নিজেদের আলাদা করে না ভাবার জন্য আহবান জানান। তিনি আরো জানান আগে চা শ্রমিকদের মধ্যে থেকে তার দপ্তরে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে আসত না কিন্তু বর্তমানে অনেকেই তার দপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ নিতে আসেন এটা একটা ইতিবাচক

দিক বলে তিনি মনে করেন। তিনি মনে করেন চা শ্রমিকর এবং দলিত জনগোষ্ঠীর ছেলে মেয়েদের আহবান জানান তারা যেন তাদের গন্ডি থেকে বের হয়ে সরকারের বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচীর সুবিধাগুলো গ্রহণ করে। তিনি আশা করেন দেশে কোন ধরনের বৈষম্য থাকবে না।

মনোরঞ্জন তালুকদার- মানবাধিকার কর্মী: তিনি বলেন সংবিধানে সকল মানুষ সমান সে কথা বলা হয়েছে কিন্তু বাস্তবতা হলো সমাজে অনেক শ্রেণী বিন্যাস রয়েছে এবং বর্ণ প্রথা প্রচলন রয়েছে যে কারণে কিছু মানুষ বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। তিনি দাবি করেন সংবিধানে দলিত কথাটি সংযুক্ত করা হোক। তিনি বিডিইআরএম নেতৃবৃন্দের সংগঠিত হওয়ার পরামর্শ দেন। সারা বাংলাদেশের দলিত জনগোষ্ঠী তাদের দাবি নিয়ে এককভাবে সোচ্চার হলে সরকার মানতে বাধ্য হবে। তিনি বিডিইআরএম সফলতা কামনা করেন।

জেলা প্রতিনিধিদের বক্তব্য:

সুবাস রবিদাস (হবিগঞ্জ) : হবিগঞ্জ জেলার বিডিইআরএম সভাপতি সুবাস রবিদাস বলেন যে জাতীয় বাজেটে দলিতদের জন্য বরাদ্দ বাড়াতে হবে।

ময়না দাস (মৌলভীবাজার) : তিনি বলেন যে চা বাগানগুলোতে শ্রমিকদের আবাসন ব্যবস্থা খুবই খারাপ কিন্তু বাগান মালিকগণ এবিষয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন না। তিনি চা বাগানে আবাসন সমস্যা এবং মজুরী বৃদ্ধির জন্য দাবি জানান।

পরিমল সিং বাড়াইক (মৌলভীবাজার) : তিনি বলেন চা শ্রমিকদেও মজুরীর আন্দোলন দীর্ঘদিনের এই আন্দোলনের ফলে মজুরী কিছুটা বৃদ্ধি করেছে কিন্তু সেটা মোটেই পর্যাপ্ত নয়। মাত্র ১০২ টাকা দিয়ে একটি মানুষই চলতে পাওে না তাহলে কিভাবে ঐ টাকা দিয়ে একটি পরিবার চলবে। মজুরী ছাড়াও তিনি চা বাগানে বিশুদ্ধ পানি, স্যানিটেশন সমস্যা এবং চা বাগানে সরকারী স্কুলের অপ্রতুলতার কথা তুলে ধরেন।

স্বপন কুমার ঋষিদাস (সিলেট): তিনি বলেন দলিত জনগোষ্ঠীর আগে কোন প্লাট ফরম ছিল না এখন সেটা হয়েছে। দলিত জনগোষ্ঠী আজ কথা বলতে পারছে এটা একটা অর্জন। তিনি দলিতদের আবাসন সমস্যা নিরসনে সরকারের পদক্ষেপ কামনা করেন।

শেলী চৌহান (কাউন্সিলর-সুনামগঞ্জ পৌরসভা) : তিনি পৌরসভার পরিছন্ন কর্মীদের বাসস্থান দেয়ার কথা বলেন। তিনি বলেন যারা কঠোর এবং ঝুকিপূর্ণ কাজ করে শহরকে পরিস্কার রাখছেন তাদের জীবন এবং জীবিকা দুটোই ঝুকির মধ্যে। তিনি বলেন সমাজ থেকে বর্ণ বৈষম্য দূর করতে হলে অবশ্যই আইন দরকার।

এ্যাডভোকেট শরীফা বেগম-প্রতিনিধি ব্লাস্ট : আজকের আলোচনা সভায় একাত্মতা প্রকাশ করে সংহতি বক্তব্যে তিনি বলেন দলিত জনগোষ্ঠীর যে কোন ধরনের আহনী সহায়তা ব্লাস্ট দিবে এজন্য দলিত জনগোষ্ঠীকে তাদের উপর কোন ধরনের অত্যাচার, নির্যাতন হলে তারা যে তাদেরকে জানান ।

তামান্না-প্রকল্প সমন্বয়কারী আইডিয়া : তিনি জানান তার সংস্থা আইডিয়া চা জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য কাজ করছেন। তিনি তার অভীজ্ঞতা থেকে বলেন নারী চা শ্রমিকরা তাদের শিশুদের মাতৃদুগ্ধ পান করাতে পারে না ফলে তাদের শিশুরা অপুষ্টিতে ভোগে। তিনি বলেন চা বাগানে শিশু অধিকার চরমভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে।

সাইদুর রহমান (টিআইবি): তিনি বলেন সমাজের যারা পিছিয়ে আছে তাদের জন্য বিশেষ সুবিধা না দিলে তারা এগিয়ে আসতে পারবে না। ফলে তিনি মনে করেন সরকারী চাকুরীতে দলিতদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া এবং তাদের জন্য চাকুরীতে কোটা ব্যবস্থার প্রচলন করা।

গৌরাঙ্গ পাত্র -নির্বাহী পরিচালক, পাত্র কল্যাণ সংস্থা: তিনি বলেন বাংলাদেশে নানান জাতি গোষ্ঠীর বসবাস এখানে সকল মানুষকে নিয়ে উন্নয়ন চিন্তাভাবনা করতে হবে তবেই দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব। তিনি বলেন কাউকে পিছনে রেখে উন্নয়ন সম্ভব নয় এই চিন্তাকে মাথায় রেখে সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

ফারুক মাহমুদ চৌধুরী (সভাপতি-সুজন সিলেট) : তিনি বলেন দলিত জনগোষ্ঠীর অধিকার যুগ যুগ ধরে লঙ্ঘিত হচ্ছে কিন্তু কোন সরকারই তাদের অধিকারের উপর দৃষ্টি দেয়নি বাংলাদেশ স্বাধীন হলো কিন্তু দলিত জনগোষ্ঠী স্বাধীনতার সুফল পেল না। তিনি মনে করেন সকলে মিলে দলিতদের জন্য দাবি তুললে সুফল পাওয়া যাবে। তিনি দলিত জনগোষ্ঠীর একত্রিত হওয়ার আহবান জানান।

সাহেদা বেগম : তিনি বলেন তার সংস্থা চা বাগানে শ্রমিকদের উন্নয়নের জন্য কাজ করছেন ফলে চা শ্রমিকদেও সমস্যাগুলো সর্ম্পকে তিনি ভালো করে জানেন। সব সময় দলিত জনগোষ্ঠীর জন্য কাজ করবেন বলে জানান।

সভাপতির সমাপনী বক্তব্যঃ

সভাপতি মনিরানী দাস বিডিইআরএম ১০ প্রায় ১২ বছরের পথচলার বিবরণ দেন। তিনি বলেন বাংলাদেশে প্রায় ৮০টি সম্প্রদায়ের মানুষ জাত-পাত ও বর্ণ বৈষম্যের শিকার হচ্ছে সেই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ দলিত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠী অধিকার আন্দোলন (বিডিইআরএম) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, এটি সকল দলিত জনগোষ্ঠীর একটি প্লাটফর্ম। তিনি জানান তাদের বেশ কিছু সফলতা আছে তবে বৈষম্য বিলোপ আই পাশ হলে তা হবে তাদের জন্য বড় ধরনের সফলতা কেননা আইনটি পাশ করার জন্য তারা দীর্ঘদিন ধরে এ্যাডভোকেসী করছেন। তিনি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের সভা সমাপ্ত ঘোষনা করেন।